দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 APR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ইবির অধীনে ফাযিল কামিলের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন নিয়ে সংশয়

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ ফাযিল-কামিল মাদ্রাসাসমূহের মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) অধীনে মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তথা স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন থাকবে কিনা এনিয়ে আশঙ্কা

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রেক্ষাপট-৩

করছেন দেশের মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইসলামপ্রিয় মানুষ। ফাযিল-কামিল শ্রেণীকে মাস্টার্স-এর মান দেয়ার লক্ষ্যে ফাযিল-কামিল মাদ্রাসাগুলোকে কৃষ্টিয়াস্থ ইসলামী ৫-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ইবির অধীনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ করে গতবছর অক্টোবর মাসে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। কিন্তু শুরুতেই ফাযিল-কামিলের নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে একজন কট্টর দলীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারার ভিসির হাতে। এমতাবস্থায় এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ ফাযিল-কামিল শ্রেণীর মান নিয়ন্ত্রণ ইবি'র অধীনে দেয়ার বিষয় নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। অনেকে বলছেন, দলীয় রাজনৈতিক সমর্থক ইবি'র বর্তমান ভিসি অধ্যাপক ফয়েজ মোঃ সিরাজের অধীনে ফাযিল-কামিলের ছাত্র-ছাত্রীদের মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটা অক্ষুণ্ন থাকবে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। উল্লেখ্য, ইবি'র বর্তমান ভিসি বিএনপির কট্টর সমর্থক এবং জিয়া পরিষদের সভাপতি। তিনি পূর্বে জামায়াত-বিএনপি সমর্থিত ইবি'র শিক্ষক সমিতির সভাপতি ছিলেন। তাই ইসলামী চিন্তাবিদগণ মনে করছেন, ফাযিল-কামিলের মান দেয়ার বিষয়টি একজন কট্টর দলীয় রাজনীতির সমর্থক ভিসির নিয়ন্ত্রণে দিলে ফাযিল-কামিল মাদ্রাসাসমূহের ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব পড়বে। আর তাতে উল্লিখিত মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষার মান থেকে ইসলামী বৈশিষ্ট্য এবং মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্রে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবের বিস্তার ঘটবে। এতে বিনষ্ট হবে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা। দেশের উলামায়ে কেরাম পীর মাশায়েখ এবং ধর্মপ্রাণ মানুষ মনে করেন, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ ইসলামী শিক্ষাদান কেন্দ্র অথবা মাদ্রাসাসমূহ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকা প্রয়োজন। কারণ প্রকৃত ইসলামী ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলামী আদর্শ এবং রাসূল (সঃ)-এর অনুসরণ ছাড়া অন্য কোন বিশেষ দল চিন্তা অথবা মতাদর্শের অনুসারী হতে পারে না। তাদের তাই কোন দলীয় রাজনৈতিক চিন্তার কোন ব্যক্তির অধীন থেকে মুক্ত থাকা জরুরী।